প্রাকৃতসত্ত্বাতীতত্বঞ্চ তস্য বিবৃতং ভগবৎসন্দর্ভে। অতো যে তাননুবর্ত্তন্তে তে ইহ সংসারে ক্ষেমায় কল্পন্তে। নন্বন্যান্ ভৈরবাদীন্ দেবানপি কেচিদ্ভজন্তো দৃশ্যন্তে? সত্যং যতন্তে সকামাঃ। কিন্তু মুমুক্ষবোঽপি অন্যান্ন ভজন্তে কিমুত তদ্ভক্ত্যেকপুরুষার্থা ইত্যাহ—মুমুক্ষবোঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনাথ। নারায়ণকলাঃ শান্তাভজন্তি হ্যনসূয়বঃ ॥ ১৭ ॥

"অথ" এই হেতু অর্থাৎ সত্ত্বমূর্ত্তি শ্রীবিষ্ণু হইতে পরতত্ত্ব সাক্ষাৎকাররূপ পরমমঙ্গল লাভ হইয়া থাকে—এইজন্য। "অগ্রে" পূর্ব্বকালে। "সত্ত্বং বিশুদ্ধং" বিশুদ্ধ সত্ত্বাত্মকমূর্ত্তি শ্রীভগবান্‌কে। সেই বিশুদ্ধ সত্ত্বটী যে প্রাকৃত-সত্ত্বগুণের অতীত, তাহা শ্রীভগবৎসন্দর্ভে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। প্রাকৃতসত্ত্ব বিশুদ্ধ হইতে পারে না। কারণ যে সত্ত্বগুণে রজো বা তমোগুণ মিশ্রিত নাই, তাহারই নাম বিশুদ্ধসত্ত্ব। প্রাকৃত সত্ত্বের সততই রজঃ তমঃ গুণ সহভাব ছাড়া থাকা অসম্ভব। যে স্বর্ণে তামা পিতল থাকে না, তাহাকেই যেমন বিশুদ্ধস্বর্ণ বলা হয়; তেমনই যে সত্ত্বে রজঃ তমঃ গুণের মিশ্রণ নাই, তাহাকেই বিশুদ্ধসত্ত্ব বলে। সন্ধিনী সম্বিৎ ও হ্লাদিনী এই তিনশক্তির অন্য নিরপেক্ষভাবে স্বয়ং প্রকাশের ক্ষমতার নাম বিশুদ্ধ সত্ত্ব। শ্রীবিষ্ণু সেই বিশুদ্ধ সত্ত্বের মূর্ত্তি অর্থাৎ (স্বয়ং প্রকাশ) নিজশক্তিতে প্রকাশশীল। নারায়ণাধ্যাত্মে এই কথাটী বলিয়াছেন—"নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবানীক্ষতে নিজশক্তিতেঃ। তামৃতে পরমাত্মানং কঃ পশ্যেৎ পরমং প্রভুম্ ॥" শ্রীভগবান্ যদ্যপি নিত্যই অব্যক্ত অর্থাৎ কোন সাধনেই তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারা যায় না, তথাপি তিনি নিজশক্তিতে অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন। তাঁহার নিজশক্তি বিনা সেই অনন্তস্বরূপ প্রভুকে কোন্‌জন দেখিতে সমর্থ হইতে পারে? অতএব যাঁহারা মুনিগণের অনুগতভাবে ভজন করিতে পারেন, অর্থাৎ দেবতান্তরের উপাসনা ত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীভগবান্‌কেই ভক্তি করেন, তাঁহারাই এ সংসারে ভগবদ্দর্শনরূপ মঙ্গললাভের অধিকারী হইয়া থাকেন। ইহার মধ্যে একটী প্রশ্ন হইতে পারে এই যে, অন্য ভৈরব-প্রভৃতি দেবতাগণকেও কেহ কেহ ভজন করিতেছে—ইহা দেখা যায় কেন? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—ইহা সত্য বটে, যেহেতু তাহারা সকাম। কিন্তু যাহারা মুক্তিলাভের ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ভৈরব প্রভৃতি দেবতাগণকে ভজন করেন না। আর যাঁহারা ভগবদ্ভক্তিকেই পরমপুরুষার্থ বলিয়া জানেন, তাঁহারা যে ঐ সমস্ত দেবান্তরগণকে ভজন করেন না, তাহা বলাই বাহুল্য। এ কথাটী একটী শ্লোকে দেখাইতেছেন—মুমুক্ষুগণ ঘোরমূর্ত্তি, ভূতপতি